

দর্শন

1. অদ্বৈত বেদান্তের পর ব্রাহ্মণের স্বরূপ আলোচনা কর।

অদ্বৈত বেদান্তের পরে, ব্রাহ্মণকে চূড়ান্ত বাস্তবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়, সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যের বাইরে। এটিকে বিশুদ্ধ চেতনা, অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং মহাবিশ্বের অধস্তন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বোঝার জন্য একটি ধারণা নয় বরং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তভাবে উপলব্ধি করা যায়, যা ব্রহ্মের সাথে নিজের পরিচয়ের স্বীকৃতির দিকে পরিচালিত করে, যা আত্ম-উপলব্ধি বা জ্ঞান হিসাবে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণটি সমস্ত অস্তিত্বের একত্বের উপর জোর দেয়, যেখানে স্বতন্ত্র স্ব (আত্মা) শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন, যা স্ব এবং চূড়ান্ত বাস্তবতার মধ্যে আপাত দ্বৈততার বিলুপ্তির দিকে পরিচালিত করে।

অদ্বৈত বেদান্তের পরে, ব্রাহ্মণের প্রকৃতিকে পরম বাস্তবতা হিসাবে বোঝা যায়, সময়, স্থান এবং কার্যকারণের সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে। ব্রহ্ম এমন কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বাইরে যা ধারণা বা বর্ণনা করা যায়। এটি বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, চেতনা এবং আনন্দ (সত-চিৎ-আনন্দ)।

ব্রহ্ম কেবল একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয় বরং মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত স্তর, সমস্ত সত্তার চূড়ান্ত ভিত্তি।

অদ্বৈত বেদান্তে, ব্রহ্মকে বিশ্বের বহুত্বের অন্তর্নিহিত একমাত্র বাস্তবতা হিসাবে দেখা হয়। স্বতন্ত্র আত্মা (আত্মা) এবং বস্তুগত মহাবিশ্ব সহ অভূতপূর্ব জগতকে একটি মায়া (মায়া) হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং স্থায়ী অস্তিত্ব।

অধিকন্তু, অদ্বৈত বেদান্ত ব্রাহ্মণের অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির উপর জোর দেয়। এর মানে হল যে ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য নেই

আত্ম (আত্মা) এবং ব্রহ্ম। স্বতন্ত্র সত্তা এবং চূড়ান্ত বাস্তবতার মধ্যে স্পষ্ট বিচ্ছেদ হল অজ্ঞতা (অবিদ্যা) দ্বারা সৃষ্ট একটি বিভ্রম। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে, কেউ ব্রহ্মের সাথে তাদের অপরিহার্য পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে, যার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র (সংসার) থেকে মুক্তি (মোক্ষ) হয়।

সংক্ষেপে, অদ্বৈত বেদান্তের পরে, ব্রহ্মকে সমস্ত গুণাবলী এবং দ্বৈততার উর্ধ্বে পরম, অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে এবং মানব অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সত্যকে উপলব্ধি করা।

2. অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে মায়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

অদ্বৈত বেদান্তে, মায়া হল একটি মৌলিক ধারণা যা অভূতপূর্ব জগতের প্রকৃতি এবং আমরা যে আপাত বৈচিত্র্য অনুভব করি তা ব্যাখ্যা করে। মায়া প্রায়ই বিভ্রম হিসাবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু এর অর্থ নিছক প্রতারণার চেয়ে গভীরে যায়।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে, মায়া হল ব্রহ্মের শক্তি যা বাস্তবের প্রকৃত প্রকৃতিকে আবৃত করে এবং ব্রহ্ম থেকে আলাদা বলে বিশ্বকে দেখায়। মায়া বৈচিত্র্য, বহুত্ব এবং ব্যক্তিত্বের বিভ্রম তৈরি করে, যা স্বতন্ত্র বস্তু, প্রাণী এবং অভিজ্ঞতায় ভরা একটি বিশ্বের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে।

মায়া ব্যক্তি এবং মহাজাগতিক উভয় স্তরেই কাজ করে। স্বতন্ত্র স্তরে, মায়া ব্যক্তিত্বের অনুভূতি (অহং) এবং জাগতিক বস্তু এবং অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্তি তৈরি করে, যা দুঃখের (দুখ) দিকে পরিচালিত করে। এটি আত্মার (আত্মান) প্রকৃত প্রকৃতিকে আবৃত করে এবং শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে পরিচয় ঘটায়।

মহাজাগতিক স্তরে, মায়া হল ব্রহ্মের সৃজনশীল শক্তি যা মহাবিশ্বকে প্রকাশ করে। এটি বস্তুজগতের গঠন এবং এর মধ্যে রূপের বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী। যাইহোক, তার আপাত বাস্তবতা সত্ত্বেও, অভূতপূর্ব জগৎকে চূড়ান্তভাবে অবাস্তব (মিথ্যা) হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি পরিবর্তন, অস্থিরতা এবং শেষ পর্যন্ত বিলুপ্তির বিষয়।

যদিও মায়া বিচ্ছিন্নতা এবং বৈচিত্র্যের মায়া তৈরি করে, এটি প্রত্যাখ্যান বা অতিক্রম করার মতো কিছু নয়। পরিবর্তে, এটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে বোঝা এবং অতিক্রম করতে হবে। ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধি করে, কেউ মায়ার ভ্রমকে অতিক্রম করে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র (সংসার) থেকে মুক্তি (মোক্ষ) অর্জন করতে পারে। এইভাবে, অদ্বৈততার (অদ্বৈত) চূড়ান্ত সত্য উপলব্ধি করার জন্য মায়ার প্রকৃতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

3. অদ্বৈত বেদান্তি মিথ্যা বা মিথ্যা বলতে কী বোঝায়? এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের পরে জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

অদ্বৈত বেদান্তে, "মিথ্যা" শব্দটি এই ধারণাটিকে বোঝায় যে অভূতপূর্ব জগৎ, এর বস্তু, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলি শেষ পর্যন্ত অবাস্তব বা মিথ্যা। যাইহোক, এই ধারণাটি সঠিকভাবে বোঝা অপরিহার্য। মিথ্যের অর্থ এই নয় যে জগতটি পরম অর্থে অস্তিত্বহীন, বরং এটি চূড়ান্তভাবে বাস্তব বা ব্রহ্ম থেকে স্বাধীন নয়।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র পরম বাস্তবতা, অন্যদিকে নাম ও রূপের জগৎ হল মায়ার প্রকাশ, ব্রহ্মের অলীক শক্তি। মানুষের সীমাবদ্ধতার কারণে জগতের এই ময়া জন্মে

উপলব্ধি এবং উপলব্ধি। চূড়ান্ত সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, জগৎ একটি মরীচিকার মত, বাস্তব দেখায় কিন্তু তাৎপর্যের অভাব।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে বিশ্বের প্রকৃতি তার ক্ষণস্থায়ী, অস্থিরতা এবং ধ্রুব পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি কার্যকারণ আইনের সাপেক্ষে এবং সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং দ্রবীভূতকরণের চক্রের মধ্য দিয়ে যায়।

যাইহোক, তার আপাত বাস্তবতা সত্ত্বেও, জগতকে মিথ্যা বলে মনে করা হয় কারণ এটি চূড়ান্তভাবে বাস্তব বা ব্রহ্ম থেকে স্বাধীন নয়।

জগৎকে মিথ্যা বলে বোঝার অর্থ বাস্তব জীবনে এর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করা নয়। পরিবর্তে, এটি একজনকে বিশ্বের আপেক্ষিক বাস্তবতাকে চিনতে উত্সাহিত করে একই সাথে ব্রহ্মের প্রকাশ হিসাবে এর চূড়ান্ত প্রকৃতিকে বোঝার জন্য।

অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য জগতের মায়াময় প্রকৃতি উপলব্ধি করা অপরিহার্য। জগতের প্রতি আসক্তি অতিক্রম করে এবং ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র (সংসার) থেকে মুক্তি (মোক্ষ) লাভ করা যায়। এই উপলব্ধি স্বাধীনতা, শান্তি এবং আনন্দের একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে একজন ব্রহ্মের চূড়ান্ত বাস্তবতাকে সমস্ত অস্তিত্বের অধীনস্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

4. উপলব্ধি হল একমাত্র প্রমাণ- এই চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

চার্বাক চিন্তাধারা, লোকায়াতা নামেও পরিচিত, একটি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য যা খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়েছিল। এটি তার বস্তুবাদী এবং নাস্তিক বিশ্বদর্শনের জন্য পরিচিত, এবং এর মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে একটি হল এই বিশ্বাস যে উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হল জ্ঞানের একমাত্র বৈধ উপায় (প্রমাণ)। আসুন এই দৃশ্যটি আরও বিশদভাবে বিবেচনা করি:

অভিজ্ঞতাবাদ: চার্বাক জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেন। তারা যুক্তি দেয় যে সরাসরি সংবেদনশীল উপলব্ধি বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। তাদের মতে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় তাকেই বাস্তব বলে গণ্য করা যায়।

অনুমান এবং সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান: অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের বিপরীতে, চার্বাকগণ অনুমান (অনুমান) এবং সাক্ষ্য (সাবদ্য) জ্ঞানের বৈধ উৎস হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা অনুমানের সমালোচনা করে, যুক্তি দিয়ে যে এটি প্রায়শই অনুমানমূলক যুক্তির উপর নির্ভর করে এবং তাই অশুদ্ধ। একইভাবে, তারা বরখাস্ত

সাক্ষ্য, যে এটি অন্যদের কথার উপর ভিত্তি করে এবং এইভাবে ক্রটি এবং প্রতারণার বিষয়।

বস্তুবাদ: চার্বাক বিশ্বদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী, যে কোনো অ-বস্তুগত সত্তা যেমন দেবতা, আত্মা বা পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে যে মহাবিশ্ব শুধুমাত্র বস্তুগত উপাদান নিয়ে গঠিত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে।

কর্ম এবং পুনর্জন্ম প্রত্যাখ্যান: চার্বাক কর্মফল (কারণ ও প্রভাবের আইন) এবং পুনর্জন্মের (সংসার) ধারণাগুলি প্রত্যাখ্যান করেন, যা অনেক ভারতীয় দার্শনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নীতি। তারা যুক্তি দেয় যে এই বিশ্বাসগুলির অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণের অভাব রয়েছে এবং এটি নিছক অনুমানমূলক নির্মাণ যা মানুষকে ভয় এবং কুসংস্কারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

হেডোনিজম: চার্বাকরা আনন্দের (কাম) সাধনা এবং ব্যথা (দুখ) এড়ানোর উপর জোর দিয়ে একটি হেডোনিষ্টিক জীবনধারার পক্ষে। তারা জোর দিয়ে বলে যে জীবন যেহেতু সংক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চিত, একজনকে যতটা সম্ভব সংবেদনশীল আনন্দ উপভোগ করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

আচার-অনুষ্ঠান ও বলিদানের সমালোচনা: চার্বাক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বলিদানের সমালোচনা করেন, এই যুক্তিতে যে এগুলো অর্থহীন এবং অপব্যয়। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের অভ্যাস ব্যক্তিদের জন্য কোন বাস্তব সুবিধা প্রদানের পরিবর্তে শুধুমাত্র পুরোহিতদের সমৃদ্ধ করতে এবং সামাজিক অনুক্রম বজায় রাখার জন্য কাজ করে।

সংক্ষেপে, চার্বাকের দৃষ্টিভঙ্গি যে উপলব্ধিই জ্ঞানের একমাত্র বৈধ উপায় যা তাদের অভিজ্ঞতাবাদ, বস্তুবাদ এবং ধর্মীয় ও আধিভৌতিক বিশ্বাসের প্রতি সংশয়বাদের উপর জোর দেয়। তারা প্রত্যক্ষ সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত, জীবনের প্রতি একটি যুক্তিবাদী এবং আনন্দ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ওকালতি করে।

5. ইতিবাচক বিজ্ঞান এবং আদর্শ বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?

ইতিবাচক বিজ্ঞান এবং আদর্শিক বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে দুটি ভিন্ন পন্থা, প্রতিটিরই আলাদা লক্ষ্য এবং পদ্ধতি রয়েছে:

ইতিবাচক বিজ্ঞান: ইতিবাচক বিজ্ঞান, বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান নামেও পরিচিত, মূল্যবান বিচার না করে বা জিনিসগুলি কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ না করে প্রাকৃতিক ঘটনাকে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

এটি নিয়ন্ত্রণ করে এমন আইন, নীতি এবং নিয়মিততা বোঝার চেষ্টা করে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিশ্ব।

ইতিবাচক বিজ্ঞানের লক্ষ্য অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ এবং যৌক্তিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে ঘটনার উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা।

ইতিবাচক বিজ্ঞানের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান, যেখানে গবেষকরা প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রণ করে এমন অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া এবং নিদর্শনগুলি উন্মোচন করতে চান।

আদর্শিক বিজ্ঞান: অন্য দিকে, আদর্শিক বিজ্ঞান বিষয়গত মান, নিয়ম বা নৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করে কী করা উচিত তা মূল্যায়ন এবং নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত।

এটা কি ভাল, সঠিক, বা পছন্দসই, এবং সম্পর্কে বিচার করা জড়িত নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ অর্জনের জন্য কর্ম বা নীতির সুপারিশ করা।

আদর্শিক বিজ্ঞান প্রায়শই নৈতিকতা, নৈতিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পাবলিক নীতির সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিকে সম্বোধন করে, যেখানে খেলার মধ্যে পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ বা স্বার্থ থাকতে পারে

ইতিবাচক বিজ্ঞানের বিপরীতে, আদর্শিক বিজ্ঞানে বিষয়গত ব্যাখ্যা এবং মূল্য বিচার জড়িত, যা সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

আদর্শিক বিজ্ঞানের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন এবং অর্থনীতি, যেখানে গবেষকরা মূল্য-ভিত্তিক সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নৈতিক নীতি, সামাজিক নিয়ম এবং নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

সংক্ষেপে, যদিও ইতিবাচক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আদর্শিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়গত মূল্যবোধ এবং নৈতিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে কর্ম বা নীতিগুলি মূল্যায়ন এবং নির্ধারণ করা জড়িত।

4) নৈতিকতা কি?

নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখা যা নৈতিকভাবে কোনটি সঠিক বা ভুল, ভাল বা খারাপ এবং ব্যক্তি ও সমাজের কীভাবে আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে। এটি ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, সদগুণ, কর্তব্য এবং মানব আচরণকে নির্দেশিত নীতিগুলির মত ধারণাগুলিকে অন্বেষণ করে। নৈতিকতা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নৈতিক বিচার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কাঠামো প্রদান করতে চায়, ব্যক্তিগত দ্বিধা থেকে শুরু করে পেশাগত দায়িত্ব এবং সামাজিক সমস্যা পর্যন্ত।

নৈতিক অনুসন্ধান প্রায়শই নৈতিক যুক্তির ভিত্তিগুলি বোঝার জন্য এবং কর্ম, উদ্দেশ্য এবং পরিণতির নৈতিক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করার জন্য নৈতিক নীতি এবং তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করা জড়িত। নৈতিকতা সীমাবদ্ধ নয়

বিমূর্ত দার্শনিক আলোচনা কিন্তু ওষুধ, ব্যবসা, আইন, রাজনীতি এবং দৈনন্দিন জীবনের মতো ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাও জানায়।

নৈতিক তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

পরিণতিবাদ: এই পদ্ধতিটি তাদের ফলাফল বা পরিণতির উপর ভিত্তি করে কর্মের নৈতিকতা মূল্যায়ন করে।

উপযোগিতাবাদ, উদাহরণস্বরূপ, একটি ফলাফলবাদী তত্ত্ব যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য

সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বা উপযোগিতাকে নৈতিক সঠিকতা নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে।

ডিওন্টোলজি: ডিওন্টোলজিকাল নীতিশাস্ত্র ফলাফল নির্বিশেষে কিছু নিয়ম বা নীতি অনুসরণ করার নৈতিক দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতার উপর জোর দেয়। এটি তাদের ফলাফলের পরিবর্তে কর্মের সহজাত সঠিকতা বা ভুলতার উপর ফোকাস করে।

ইমানুয়েল কান্টের শ্রেণীবদ্ধ আবশ্যিকতা হল একটি ডিওন্টোলজিকাল নীতির একটি উদাহরণ যা সর্বজনীনতাযোগ্য সর্বোচ্চ অনুযায়ী কাজ করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

সদাচারের নীতিশাস্ত্র: সদগুণ নীতিশাস্ত্র নৈতিক এজেন্টের চরিত্র এবং সাহস, সততা, সহানুভূতি এবং সততার মতো গুণী বৈশিষ্ট্যের চাষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব এবং নৈতিক আচরণের দিকনির্দেশনায় সং অভ্যাসের বিকাশের উপর জোর দেয়।

নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ: নৈতিক আপেক্ষিকতা ধারণ করে যে নৈতিক বিচারগুলি সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপেক্ষিক এবং কোন সর্বজনীন নৈতিক সত্য নেই। বিভিন্ন সংস্কৃতি বা ব্যক্তির বিভিন্ন নৈতিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ থাকতে পারে এবং নৈতিকভাবে যা সঠিক বা ভুল বলে বিবেচিত হয় তা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হতে পারে।

নীতিশাস্ত্র ফলিত নৈতিকতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে নৈতিক নীতি এবং তত্ত্বের প্রয়োগ মানব জীবনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন জৈবনীতি, ব্যবসায়িক নীতিশাস্ত্র, পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র এবং পেশাদার নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগ জড়িত।

সামগ্রিকভাবে, নীতিশাস্ত্র নৈতিক মূল্যবোধ, নীতি এবং দায়িত্বগুলি প্রতিফলিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে এবং এটি ব্যক্তি ও সমাজকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আচরণের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

5. 'অধিকার হল ভাল উপলব্ধির একটি মাধ্যম

- ব্যাখ্যা করা.

"অধিকার হল ভালোর উপলব্ধির একটি মাধ্যম" বিবৃতিটি একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে যা নৈতিক নীতি (সঠিক) এবং নৈতিক ফলাফল বা আদর্শের (ভাল) মধ্যে সম্পর্কের উপর জোর দেয়। আসুন ব্যাখ্যাটি ভেঙে দেওয়া যাক:

অধিকার: নৈতিক তত্ত্বে, "অধিকার" সাধারণত নৈতিকভাবে অনুমোদিত, ন্যায়সঙ্গত, বা বাধ্যতামূলক কর্ম বা নীতিগুলিকে বোঝায়। এগুলি প্রায়শই নৈতিক নিয়ম, নিয়ম বা নীতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় যা মানুষের আচরণকে নির্দেশ করে।

"অধিকার" ধারণাটি নৈতিক কর্তব্য, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং ব্যক্তি অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার প্রশ্নগুলির সাথে সম্পর্কিত। এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন ক্রিয়াকলাপ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বা প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

ভাল: বিপরীতে, "ভাল" বলতে নৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ বা ফলাফল বোঝায় যা পছন্দসই, উপকারী বা পরিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ব্যক্তি এবং সমাজ তাদের নৈতিক এবং নৈতিক প্রচেষ্টায় অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে।

"ভাল" ধারণাটি মানুষের বিকাশ, মঙ্গল, সুখ, গুণ এবং সত্য, সৌন্দর্য এবং ন্যায়বিচারের মতো মৌলিক জিনিসগুলির উপলব্ধির ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সম্পর্ক: বিবৃতিটি পরামর্শ দেয় যে "সঠিক" "ভাল" উপলব্ধি করার একটি উপায় বা পথ হিসাবে কাজ করে। অন্য কথায়, নৈতিক নীতি, নিয়ম বা কর্তব্যের আনুগত্য নৈতিক ফলাফল অর্জনে এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বৃহত্তর মঙ্গল প্রচারে সহায়ক।

সততা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানব মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার মতো নৈতিক নীতিগুলিকে নৈতিক দ্বিধাগুলি নেভিগেট করার এবং নৈতিক লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করার জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার বা নির্দেশিকা হিসাবে দেখা হয়।

নৈতিক নীতি অনুসারে কাজ করে এবং একজনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করে, ব্যক্তির সাধারণ ভালোর প্রচারে এবং সমাজে নৈতিক আদর্শের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

অন্তর্নিহিততা: এই দৃষ্টিকোণটি বোঝায় যে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে কেবল কর্মের নৈতিক সঠিকতা বিবেচনা করাই নয় বরং নৈতিক পণ্য এবং মূল্যবোধের উপলব্ধিতে তাদের সম্ভাব্য অবদানের মূল্যায়ন করাও জড়িত।

এটি পরামর্শ দেয় যে নৈতিক নীতিগুলি শুধুমাত্র তাদের উপর ভিত্তি করেই মূল্যায়ন করা উচিত নয়
অভ্যন্তরীণ নৈতিক মূল্য কিন্তু পছন্দসই ফলাফল প্রচারে এবং মানুষের বিকাশকে উত্সাহিত করার ক্ষেত্রে তাদের
ব্যবহারিক কার্যকারিতার উপরও।

তদ্ব্যতীত, এটি নৈতিক কর্তব্য, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক কল্যাণের আন্তঃসম্পর্কের উপর জোর
দেয়, একটি ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধ সমাজ অর্জনে নৈতিক আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সংক্ষেপে, "অধিকার হল ভালোর উপলব্ধির একটি মাধ্যম" বিবৃতিটি নৈতিক আদর্শ অর্জনে এবং ব্যক্তি ও সমাজে
সাধারণ ভালোর প্রচারে নৈতিক নীতিগুলির সহায়ক ভূমিকার উপর জোর দেয়।

6. দর্শনের মতবাদ হিসাবে যুক্তিবাদের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

যুক্তিবাদ, একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে, বেশ কয়েকটি প্রধান দ্বারা চিহ্নিত করা হয়
নীতি:

যুক্তির প্রাথমিকতা: যুক্তিবাদ জ্ঞান এবং বোঝার প্রাথমিক উত্স হিসাবে যুক্তির উপর একটি উচ্চ মূল্য রাখে।
যুক্তিবাদীরা বিশ্বাস করেন যে যৌক্তিক বর্জন, বিশ্লেষণ এবং প্রতিফলনের মাধ্যমে, মানুষ ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকে
স্বাধীন বিশ্ব সম্পর্কে সত্যগুলি অর্জন করতে পারে।

সহজাত ধারণা: যুক্তিবাদীরা যুক্তি দেন যে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা মানুষের মনের সহজাত, যার অর্থ তারা জন্ম থেকেই
উপস্থিত বা মনের গঠনে অন্তর্নিহিত। এই সহজাত ধারণাগুলি জ্ঞান এবং বোঝার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ
স্বরূপ, ডেসকার্টেস বিখ্যাতভাবে ঈশ্বরের ধারণা এবং অসীমতার ধারণার মতো সহজাত ধারণার অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেন।

নিশ্চিততা এবং সার্বজনীনতা: যুক্তিবাদীরা এমন জ্ঞান খোঁজেন যা নিশ্চিত, প্রয়োজনীয় এবং সার্বজনীনভাবে
প্রযোজ্য। তারা বিশ্বাস করে যে যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে, অকাট্য এবং সার্বজনীনভাবে বৈধ সত্যে পৌঁছানো সম্ভব।
যুক্তিবাদীরা প্রায়শই গণিত এবং যুক্তিবিদ্যাকে নিশ্চিততা এবং সার্বজনীনতার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেন।

ডিডাক্টিভ রিজনিং: যুক্তিবাদ ডিডাক্টিভ রিজনিং এর ব্যবহারের উপর জোর দেয়, যার মাধ্যমে যৌক্তিক
অনুমানের মাধ্যমে সাধারণ নীতি বা প্রাসঙ্গিক থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিটিকে জ্ঞান অর্জন এবং বিশ্ব সম্পর্কে
সত্য প্রতিষ্ঠার একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়।

অভিজ্ঞতাবাদের বিতর্ক: যুক্তিবাদীরা প্রায়ই অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে যে সমস্ত জ্ঞান সংবেদনশীল
অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়। যদিও তারা অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে না, যুক্তিবাদীরা সেই
কারণটিকে যুক্তি দেন

সংবেদনশীল ডেটা গঠন এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কিছু জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন।

সামগ্রিকভাবে, যুক্তিবাদ জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে যুক্তি ও যুক্তিবাদী চিন্তার ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন করে, সহজাত ধারণা, অনুমানমূলক যুক্তি এবং বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে নিশ্চিততা এবং সার্বজনীনতার সাধনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

7. আদর্শবাদকে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা কর।

আদর্শবাদ হল একটি দার্শনিক তত্ত্ব যা বাস্তবতার সংবিধানে ধারণা, মানসিক ঘটনা বা চেতনাকে প্রাধান্য দেয়। বাস্তববাদের বিপরীতে, যা মানুষের উপলব্ধি থেকে স্বাধীন একটি বাহ্যিক, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার অস্তিত্বের দাবি করে, আদর্শবাদ বলে যে বাস্তবতা মৌলিকভাবে মানসিক বা চেতনা দ্বারা নির্মিত। এখানে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে আদর্শবাদের মূল দিকগুলি রয়েছে:

চেতনার আদিমতা: আদর্শবাদ বলে যে চেতনা বা মন হল প্রাথমিক বাস্তবতা, এবং শারীরিক বস্তু এবং ঘটনা সহ অন্য সবকিছুই চেতনার উপর নির্ভরশীল বা নির্মিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, বাস্তবতা মূলত মানসিক প্রকৃতির, এবং বাহ্যিক জগত মানসিক কার্যকলাপের একটি পণ্য।

বিষয়গত বাস্তবতা: আদর্শবাদ প্রস্তাব করে যে বাস্তবতা বিষয়গত এবং ব্যক্তিদের মনের মধ্যে বিদ্যমান। উপলব্ধি, চিন্তাভাবনা এবং ব্যাখ্যা একজনের বাস্তবতার অভিজ্ঞতা গঠনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ভৌত বস্তু এবং ঘটনাগুলিকে মানসিক গঠন বা স্বতন্ত্র চেতনার মধ্যে উপস্থাপনা হিসাবে বোঝা যায়।

বাস্তবতার নির্মাণ: আদর্শবাদীরা যুক্তি দেখান যে বাস্তবতা মনের উপলব্ধি, বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যা দ্বারা নির্মিত বা গঠন করা হয়। বাহ্যিক জগতকে একটি স্বাধীন অস্তিত্ব হিসাবে দেখা হয় না বরং মানসিক কার্যকলাপের একটি পণ্য হিসাবে দেখা হয়। বাস্তবতা এইভাবে পর্যবেক্ষকের চেতনার উপর নির্ভরশীল।

জ্ঞানতাত্ত্বিক আদর্শবাদ: জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞানের অধ্যয়নের জন্যও আদর্শবাদের প্রভাব রয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আদর্শবাদ মনে করে যে জ্ঞান মন দ্বারা নির্মিত এবং জ্ঞানীর সাথে আপেক্ষিক। সত্য হিসাবে বোঝা যায়

ব্যক্তির বিষয়গত অভিজ্ঞতা এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল।

বস্তুনিষ্ঠ আদর্শবাদ: কিছু ধরনের আদর্শবাদ, যেমন বস্তুনিষ্ঠ আদর্শবাদ, একটি সার্বজনীন বা পরম চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে যা সমস্ত বাস্তবতার অন্তর্নিহিত এবং পরিব্যাপ্ত। বস্তুনিষ্ঠ আদর্শবাদ অনুসারে, ভৌত জগৎ এই সার্বজনীন চেতনার প্রকাশ বা প্রকাশ।

সামগ্রিকভাবে, একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে আদর্শবাদ মানুষের চেতনা থেকে স্বাধীন একটি বাহ্যিক, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। পরিবর্তে, এটি বাস্তবতা গঠন ও নির্মাণে ধারণা, মানসিক ঘটনা বা চেতনার প্রাধান্যের উপর জোর দেয়। আদর্শবাদ বাস্তবতা, জ্ঞান এবং মন ও বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির উপর একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

5. বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদ দুটি বিপরীত দার্শনিক তত্ত্ব যা বাস্তবতা, চেতনা এবং জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সরবরাহ করে।

তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এখানে একটি তুলনা:

1. বাস্তবতার প্রকৃতি:

বাস্তববাদ: বাস্তববাদ মানুষের উপলব্ধি বা চেতনা থেকে স্বাধীন একটি বাহ্যিক, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। এটি দাবি করে যে বস্তু, ঘটনা এবং ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের দ্বারা অনুভূত হোক না কেন তা বিদ্যমান।

আদর্শবাদ: আদর্শবাদ প্রস্তাব করে যে বাস্তবতা মৌলিকভাবে মানসিক বা চেতনা দ্বারা নির্মিত। এটি মনে করে যে বাস্তবতা ব্যক্তিদের মনের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের উপলব্ধি, বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যা দ্বারা আকৃতি হয়।

2. চেতনার প্রধানতা:

বাস্তববাদ: বাস্তববাদ সংবিধানে চেতনা বা মনকে অগ্রাধিকার দেয় না। বাস্তবতা এটি যুক্তি দেয় যে চেতনা হল ভৌত জগতের একটি পণ্য এবং এটির উপর প্রাধান্য নেই।

আদর্শবাদ: আদর্শবাদ বাস্তবতা গঠনে চেতনা বা মনের প্রাধান্যকে জোর দেয়। এটি ধারণ করে যে বাস্তবতা চূড়ান্তভাবে মানসিক এবং শারীরিক বস্তু এবং ঘটনাগুলি চেতনার উপর নির্ভরশীল বা নির্মিত।

3. উদ্দেশ্য বনাম বিষয়গত বাস্তবতা:

বাস্তববাদ: বাস্তববাদ একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার পরামর্শ দেয় যা স্বতন্ত্র উপলব্ধি বা বিশ্বাস থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এটি বাহ্যিক জগতে বস্তুনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বকে ধারণ করে।

আদর্শবাদ: আদর্শবাদ একটি বিষয়গত বাস্তবতাকে বোঝায় যা ব্যক্তির উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। এটি ধারণ করে যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষকের চেতনার উপর নির্ভরশীল এবং প্রকৃতিতে বিষয়গত।

4. জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাব:

বাস্তববাদ: বাস্তববাদ প্রায়শই সত্যের চিঠিপত্র তত্ত্বকে গ্রহণ করে, যা ধারণ করে যে সত্য বাহ্যিক জগতের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বা বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি নিয়ে গঠিত। এটি জ্ঞান অর্জনে অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

আদর্শবাদ: আদর্শবাদ সত্যের চিঠিপত্র তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পরামর্শ দেয় যে সত্য জ্ঞানীর সাথে আপেক্ষিক। এটি মনে করে যে জ্ঞান মন দ্বারা নির্মিত এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে প্রকৃতির বিষয়গত।

5. আধিভৌতিক অনুমান:

বাস্তববাদ: বাস্তববাদ মানুষের চেতনা থেকে স্বাধীন একটি বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। এটি বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্যের অস্তিত্বের উপর জোর দেয়।

আদর্শবাদ: আদর্শবাদ স্বাধীন বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে চেতনা এটি বাস্তবতার সাবজেক্টিভিটি এবং এটি গঠনে চেতনার ভূমিকার উপর জোর দেয়।

সংক্ষেপে, বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদ বাস্তবতা, চেতনা এবং জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে বিপরীত মতামত প্রদান করে। যদিও বাস্তববাদ একটি বস্তুনিষ্ঠ বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্বের উপর জোর দেয়, ভাববাদ চেতনার প্রাধান্যকে জোর দেয় এবং প্রস্তাব করে যে বাস্তবতা মৌলিকভাবে মানসিক।